দৈনিক সংবাদ

~~দৈনিক বাংলা~~

১০

তারিখ 30 MAR 1992
পৃষ্ঠা ২ কং ৪

৭

জহুরুল হক হলে ভিপিসহ ৪ জন গ্রেফতার

ক্যাম্পাসে ব্যাপক গোলাগুলি বোমাবাজি ।। ভাংচুর

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শনিবার রাত আড়াইটায় পুলিশ জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রলীগের (শা-অ) কেন্দ্রীয় নেতা মঞ্জুরুল আলম টোকনসহ ৪জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার জের হিসেবে গতকাল ক্যাম্পাসে ব্যাপক গোলাগুলি, বোমাবাজি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, হামলা ও ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছে। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

শনিবার রাত ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় বিপুলসংখ্যক পুলিশ ক্যাম্পাস ও হল এলাকা ঘিরে ফেলে। তল্লাশিকালে রাত আড়াইটায় পুলিশ হলের ১০৫নং কক্ষ থেকে হল সংসদের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জুরুল আলম টোকনকে গ্রেফতার করে। একই সময় পুলিশ

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

ক্যাম্পাস ঃ গোলাগুলি

(১ম পাতার পর)

খন্দকার আবুল কাশেম, সারোয়ার হোসেন ও বহিরাগত আবুল বাশারকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত টোকন গত বছরের অক্টোবরে নিহত ছাত্রদল নেতা মীর্জা গালিব ও লিটন হত্যার অন্যতম আসামী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গ্রেফতারের পর পরই ছাত্রলীগ (শা-অ) এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সমাবেশশেষে ফেরার পথে পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে। এসময় জহুরুল হক হল ও এস এম হল এলাকায় কমপক্ষে একশ' রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়।

সকাল পৌনে ৭টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মীরা এস এম হলের সামনে একটি ট্রাকে (ঢাকা ন ৪৩৩৯) আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা এসময় একটি টেম্পুসহ কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ এসময় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করতে কমপক্ষে ১৫ রাউণ্ড টিয়ার ও ২০ রাউণ্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক পর্যায়ে ছাত্ররা জহুরুল হক হলের প্রভোস্টের বাসভবন ও শিক্ষকদের ক্লাবে হামলা চালায়। এসময় হামলাকারী ও পুলিশদের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। সকাল ১০টার দিকে পুলিশ এস এম হলে প্রবেশ করে। কিন্তু তল্লাশি না চালিয়েই পুলিশ ফিরে আসে।

সাংবাদিক সম্মেলন

সন্ধ্যায় জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে, পুলিশ হলে লুটতরাজ চালিয়েছে। ছাত্রনেতা টোকনের নামে অস্ত্র মামলা করা হয়েছে অথচ ডাকসু সদস্য সোহেলকে অস্ত্রসহ গ্রেফতারের পরও কোন মামলা হয়নি। এতে অন্যান্যের মধ্যে হল সংসদের ভারপ্রাপ্ত জিএস মিজানুর রহমান আরজু, কে এইচ এম লীজু, শহিদুল ইসলাম শহীদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পুলিশী হেফাজতে

এদিকে গ্রেফতারকৃত টোকনসহ ৪ জনকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ৪ দিনের পুলিশী হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ঘটনার পর ক্যাম্পাসে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ও ক্যাম্পাসে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, প্রভোস্ট কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব জহুরুল হক হলের প্রভোস্টের বাসা ও শিক্ষকদের ক্লাবে সন্ত্রাসীদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।